গা শিরশির করছে, পচা অংশ বাদ দিতে হবে: বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার

গা শিরশির করছে, পচা অংশ বাদ দিতে হবে: বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার

On **Aug 29, 2022** Last updated **Aug 29, 2022**

দ্য ওয়াল ব্যুরো: দলের একাংশ নেতা-মন্ত্রীর দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলে তৃণমূলকে প্রবল অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন জোড়াফুলের রাজ্যসভা সাংসদ জহর সরকার (Jahar Sarkar)। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, তৃণমূলের (TMC) এক সাইড পচে গেছে। টিভিতে দেখা যাচ্ছে মানুষের টাকা লুঠ করে এক মন্ত্রী তাঁর বান্ধবীকে অলঙ্কৃত করছেন। যা দেখে গা শিরশির করছে। এই পচা শরীর নিয়ে চব্বিশের ভোটে লড়াই করা মুশকিল হবে।

ঘটনাচক্রে এদিনই মেয়ো রোডের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সিবিআই-ইডি তদন্ত প্রশ্নে দিল্লিকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এসবই বিজেপির চক্রান্ত। সেই সঙ্গে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেছেন, ওরা কী বলতে চাইছে? তৃণমূলে সবাই চোর? ববি চোর? অভিষেক চোর? আমি চোর?”

মমতা যখন এতটাই আক্রণাত্মক, ঠিক তখনই মুখ খুলেছেন জহর সরকার। প্রাক্তন এই আমলা বরাবরই ঠোঁটকাটা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারের সময়ে সেই কারণে তাঁর সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়েছিল। পরে দিল্লিতে সংস্কৃতি মন্ত্রক ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব ছিলেন জহরবাবু। সে সময়েও মণীশ তিওয়ারি-অরুণ জেটলিদের সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ সুখকর ছিল না।

এবারও জহর যা বলেছেন তা কোনও বিস্ফোরণের কম নয়। সাক্ষাৎকারে জহর বলেন, “ঘটনাটা যখন টিভিতে দেখলাম, বিশ্বাসই করতে পারিনি। কারও বাড়ি থেকে এত টাকা বেরোতে পারে আমাদের কাছে কল্পনার অতীত”। তাঁর কথায়, “আমার বাড়ির লোকেরা সাথে সাথে বলল তুমি রাজনীতি ছেড়ে দাও। আর বন্ধুরা টিপ্পনি কাটছে,

বলছে কীরে কত টাকা পেলি?”

ঠিক এক বছর আগে জহর সরকারকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীনেশ ত্রিবেদীর ছেড়ে যাওয়া শূন্যপদে নির্বাচিত হয়েছেন জহর। তবে তৃণমূল সূত্রের দাবি, তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ ছিল না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee)। তা ছাড়া তৃণমূলে সামিল হলেও দল যে তাঁকে খুব আলাপ আলোচনার জন্য ডাকছিল তাও নয়। অনেকের মতে, সেই হতাশা থেকেই হয়তো মুখ খুলেছেন জহর।

সাক্ষাৎকারে জহর এদিন পষ্টাপষ্টিই বলেন, তৃণমূলের এক সাইড পচে গেছে। এই পচে যাওয়া শরীর নিয়ে চব্বিশের ভোটে লড়াই করা মুশকিল। তাই দুর্নীতিগ্রস্তদের বাদ দিতে হবে। কীভাবে বাদ দেওয়া যাবে তা দলকেই দেখতে হবে। কারণ, ভাবমূর্তি ঠিক না করলে লড়াই করা যাবে না।

স্বাভাবিক ভাবেই জহরের এ সব কথা শুনে প্রশ্ন উঠেছে যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তা কি তিনি জানতেন না? জহর অবশ্য তার জবাবও রেডি করে রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, আমাদের বড় শত্রু হল কেন্দ্রের ফ্যাসিস্ট শক্তি। একুশের ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পরাস্ত করাতেই আমরা উৎসাহী হয়েছিলাম। সেই কারণেই তৃণমূলে সামিল হয়েছি। তাঁর কথায়, এখনই দল ছাড়ছি না। ছাড়লে বলবে মাথা গরম। তবে হ্যাঁ আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে দল ছেড়ে দেব।

পার্থর জামাই প্রসন্নর নাকি তিনটি রিসর্ট রয়েছে ডুয়ার্সে, রহস্যে মোড়া